গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিএফডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd

নম্বর ৩৫.০০.০০০০.০২৯.১৪.০১০.১৪- ৫২৬

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৫ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপির বরাদ্দের আলোকে অর্থ ছাড় সংক্রান্ত।

সূত্র : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫১৯ তারিখঃ ২১/৬/২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল। প্রেরিত পত্রে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

১৫/৭/১৮
(সুলতানা ইয়াসমীন)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৭৫৫১৪
sasdfdp@rthd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩। প্রকল্প সমন্বয়ক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেব্‌ল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) ও অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল,৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ১৪ তলা, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৫। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট), উত্তরা, ঢাকা
৬। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ১৪ তলা, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-১ এবং ৫), নগরভবন, ঢাকা
৮। প্রকল্প পরিচালক, কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প, বাড়ী নং-১০, রোড নং-০১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
৯। প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প, বাড়ী নং-১২৭ (৩য় তলা), সড়ক নং-২, ব্লক নং-এ, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
১০। প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
১২। প্রকল্প পরিচালক, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ১৩২/৪, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
১৩। প্রকল্প পরিচালক, পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক গবেষণাগার, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৪। প্রকল্প পরিচালক, টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ডিটেইল্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অব ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস প্রকল্প, ১৩২/৪ নিউ বেইলী রোড, শান্তিনগর, ঢাকা
১৫। প্রকল্প পরিচালক, মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), লেভেল-৫, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
১৬। প্রকল্প পরিচালক,ওয়েষ্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ডব্লিউবিবিআইপি), সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা
১৭। প্রকল্প পরিচালক, Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area প্রকল্প, নগর ভবন ১৪ তলা, ঢাকা।
১৮। প্রকল্প পরিচালক, ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৯। প্রকল্প পরিচালক, Techincal Assistance to Dhaka Transport Co ordination Authority (DTCA), নগর ভবন ১৪ তলা, ঢাকা
২০। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা মেট্রো প্রজেক্ট প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট, নগর ভবন ১৪ তলা, ঢাকা।
২১। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, নগর ভবন ১৪ তলা, ঢাকা
২২। প্রকল্প পরিচালক, টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি-II, ১৩২/৪ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
২৩। প্রকল্প পরিচালক, সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৪। প্রকল্প পরিচালক, ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৫। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং, রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়ায় কচা নদীর উপর৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৬। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে ৪-লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা
২৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (পত্রটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

F:\MISC\Letter-2.doc

সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম এনালিষ্ট (বিআরটিসি)/ সিনিয়র প্রোগ্রামার (সওজ)
প্রোগ্রামার (বিআরটিএ)
সহকারী প্রোগ্রামার (ডিএমটিসিএল)
সঃ মেঃ ইঞ্জিঃ (ডিটিসিএ/সওজ)
নথি
ডাইরি নং- ২৮৫
তারিখঃ- ১৮/০৭/১৮

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা-১১
www.mof.gov.bd

নং- ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫১৯

তারিখ ঃ ২১/০৬/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ "উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৮" প্রেরণ প্রসংগে।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২০/০৬/২০১৮ তারিখের ৫১৮ নং স্মারকের মাধ্যমে "উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৮" জারি করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার কপি এতদ্সংগে সংযুক্ত করা হলো। নির্দেশিকাটি অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটে (www.mof.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে, যা ওয়েব সাইটের পেজে about ministry/Acts & Rules/Fund release procedure-2018 হতে ডাউনলোড করা যাবে। বিষয়টি তাঁর অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

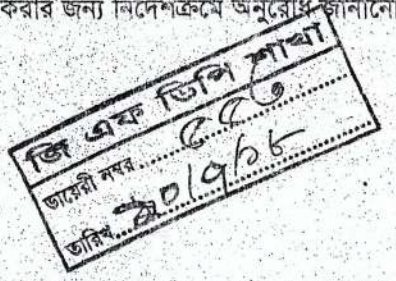

২১/৬/২০১৮

(মোঃ হেলাল উদ্দীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫৭২০৩

বিতরণঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
৩। বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অডিট হাউস, কাকরাইল, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব/সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক (সকল) মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৫। সদস্য (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ/কন্ট্রোলার জেনারেল, ডিফেন্স ফাইন্যান্স/অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। মহা-পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী/পরিচালক, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর (সকল)।
৮। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত (সকল) সংস্থা।
৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা (সকল)
১০। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।
১১। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ... (সকল) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১২। বিভাগীয় হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সকল বিভাগ।

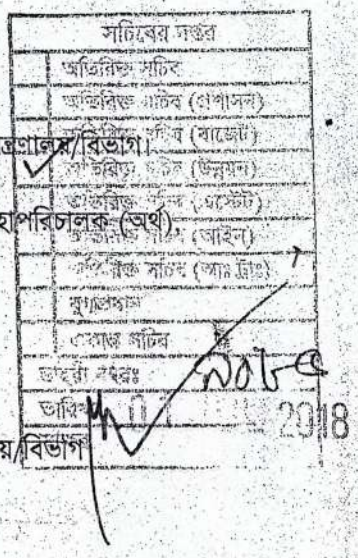

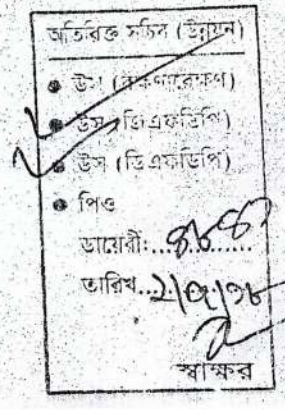

F:\SHAHANUR\documents\Letter-11.doc

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা-১১

নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫১৮ তারিখঃ ২০/০৬/২০১৮

পরিপত্র

বিষয়: উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৮।

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প পরিচালকদের অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ, প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন, অর্থবছরের প্রারম্ভেই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা এবং অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে তড়িঘড়ি করে অর্থ ব্যয়ে নিরুৎসাহিতকরণের মাধ্যমে Value for money নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ বাজেট বরাদ্দের আলোকে প্রকল্পের জিওবি অংশ (সিডি ভ্যাট ও ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত) আর্থিক বিধি বিধান পালন সাপেক্ষে ১ম এবং ২য় কিস্তির অর্থ কিস্তিভিত্তিক ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে অর্থ ছাড়ের এবং বিভাজন আদেশ জারীর কোন প্রয়োজন হবে না। ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড় হয়েছে বলে গণ্য হবে। ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কিস্তিভিত্তিক ছাড় করবে। তবে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

০২। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ক্ষেত্রে জিওবি অর্থ ছাড়ের বিদ্যমান পদ্ধতি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ/অনুদানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্যের (পিএ) অংশের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাজেট অথরাইজেশন এবং সরকারের মাধ্যমে আরপিএ অর্থ ছাড়ের বিদ্যমান পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকবে।

০৩। এতদ্‌সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের ১৩/১১/২০১২ তারিখের ৫৪০ নং স্মারকে জারিকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা এতদ্বারা বাতিল করা হলো এবং সংশোধিত পদ্ধতি সংযুক্ত ছকে বর্ণনা করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ১ জুলাই ২০১৮ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

স্বা/-
(রুবীনা আমীন)
অতিরিক্ত সচিব

নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫১৮ তারিখঃ ২০/০৬/২০১৮

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
৩। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অডিট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব/সচিব,..... (সকল), ঢাকা।
৫। সদস্য (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ/কন্ট্রোলার জেনারেল, ডিফেন্স ফাইন্যান্স/অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। মহা-পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী/পরিচালক, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর (সকল)।
৮। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত (সকল) সংস্থা।
৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা (সকল)।
১০। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।
১১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,..... (সকল) মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
১২। বিভাগীয় হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সকল বিভাগ।

20/06/2018
(মোঃ হেলাল উদ্দীন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫৭২০৩

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার পদ্ধতি

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
১।	জিওবি অংশ (সিডি ভ্যাট ও *ভূমি অধিগ্রহণ* ব্যতীত) বরাদ্দের অর্থ ব্যয় এবং অবমুক্তি	ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সরকারি প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে: (১) প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী জিওবি অংশের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১ম কিস্তি, অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ২য় কিস্তির অর্থ ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে অর্থ ছাড়ের কোন প্রয়োজন হবে না। ২য় কিস্তির সময়ে ১ম কিস্তির অর্থ অব্যয়িত থাকলে ২ (দুই) কিস্তির অর্থ একত্রে ব্যবহার করা যাবে। (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। ৩য় কিস্তির সময়ে ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ অব্যয়িত থাকলে ৩(তিন)টি কিস্তিই একত্রে অবমুক্ত করা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একত্রে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হলে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। (৩) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সংশোধিত কর্তৃত্ব (revised authority) অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এপ্রিল-জুন সময়ে ৪র্থ কিস্তিসহ যে কোন কিস্তির অর্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অবমুক্ত করা যাবে। (৪) উপরের (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন হলে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া ১ম-৪র্থ কিস্তির অর্থ এককালীন ছাড়ের প্রয়োজন হলে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।	(১) যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড়করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিএসএল কিস্তিভিত্তিক নগদে জমা সাপেক্ষে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। (৩) ৩য় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ে কার্যক্রম বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।	(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট বরাদ্দকে সমান চার ভাগে ভাগ করে চার কিস্তিতে (কিস্তি ভিত্তিক/একত্রে) বরাদ্দকৃত অর্থ ৩ নং কলামে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার/অবমুক্ত করা যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত বরাদ্দ অতিরিক্ত কিস্তিতে/পরবর্তী কিস্তি/কিস্তিসমূহের সাথে সমন্বয় করে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে অবমুক্ত করা যাবে। (২) প্রকল্পের মেয়াদ অর্থবছরের মধ্যবর্তী কোন সময়ে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলে, সেক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে যে ক'টি কিস্তি হবে সে সংখ্যক কিস্তিতে ভাগ করে অর্থ ব্যয়/ছাড় করা যাবে। তবে প্রকল্পের সর্বশেষ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। (৩) উন্নয়ন বাজেট/এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্পের বিপরীতে প্রদত্ত বরাদ্দ এবং ডিপিপি এর অংগভিত্তিক বরাদ্দের আলোকে প্রকল্প পরিচালকগণ আইবাস সিস্টেমে অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক বিস্তারিত বাজেট এন্ট্রি নিশ্চিত করবে। পরবর্তীতে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিস্তারিত বাজেট এন্ট্রির কোন সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক করতে পারবে। (৪) উন্নয়ন বাজেটের মূল বরাদ্দে কোন পরিবর্তন হলে সংশোধিত বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
		খ) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে (৫) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট সরকারের পাওনা ডিএসএল কিস্তিভিত্তিক পরিশোধ সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২য় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। তবে (ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১ম কিস্তি এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে। (খ) ২য় কিস্তি ছাড়কালীন সময়ে ১ম কিস্তি অছাড়কৃত থাকলে ২(দুই) কিস্তিই একত্রে ছাড় করা যাবে। (গ) ৩য় *কিস্তিসহ* নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একত্রে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। (৬) সরকারের পাওনা ডি. এস. এল. পরিশোধ এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করা যাবে। (৭) সংশোধিত এডিপি/বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে ৪র্থ কিস্তির অর্থ অথবা বর্ধিত বরাদ্দের অর্থ অবমুক্তি করতে হলে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রয়োজন হবে। (৮) মন্ত্রণালয়/বিভাগের অননুমোদিত প্রকল্পের থোক/ পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা খাত/ এক প্রকল্প থেকে অন্য প্রকল্পে পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রদানের পর ১ম বার (যে কোন কিস্তি) অর্থ ছাড়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য কিস্তির ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত নিয়ম পরিপালন করতে হবে।		অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে আইবাস এন্ট্রি সংশোধন করতে হবে। (৫) উন্নয়ন বাজেট/এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর রাজস্ব ও মূলধন খাত পরিবর্তন করতে হলে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এবং আইবাস সিস্টেমে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাছাড়া অননুমোদিত/ সংশোধিত অননুমোদিত/অনুমোদিত প্রকল্পে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নতুন বরাদ্দের ক্ষেত্রে উক্ত বরাদ্দ বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। (৬) অর্থ বিভাগ/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংলগ্নী ক, খ ও গ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অডিটর হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্টের স্টেটমেন্ট প্রস্তাবের সংগে প্রেরণ করতে হবে। (৭) ডিএসএল বাবদ সরকারের প্রাপ্য অর্থ নগদে জমা প্রদান ব্যতিরেকে কোন কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করতে হলে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি নিতে হবে। (৮) অর্থ অবমুক্তি/ব্যয়ের লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে আইবাস সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
২।	শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (CD VAT) পরিশোধের নিমিত্তে অর্থ ব্যয় এবং অবমুক্তি	ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সরকারি প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে: (১) প্রকল্প পরিচালকগণ শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করের (CD VAT) জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ থেকে ৫ নং কলামে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক অর্থ বিভাগ ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে প্রয়োজনের ভিত্তিতে (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই - মার্চ সময়ে) অর্থ ব্যবহার/ব্যয় করতে পারবে। (২) আরএডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর সংশোধিত বরাদ্দ এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সংশোধিত কর্তৃত্ব (revised authority) অনুযায়ী এপ্রিল-জুন সময়ে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এই খাতের অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অবমুক্ত করা যাবে। খ) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে: (৩) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করে (CD VAT) বাবদ বরাদ্দ ৫ নং কলামে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়ে অবমুক্ত করতে পারবে। আরএডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর সংশোধিত বরাদ্দ এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সংশোধিত কর্তৃত্ব (revised authority) অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এই খাতের অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অবমুক্ত করা যাবে।	(১) পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ সিডি ভ্যাটের অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অবমুক্ত করতে পারবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) ১৯৬৯ সালের শুল্ক আইনের (এ্যাক্ট নং ৪, ১৯৬৯) ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী শুল্ক কর্তৃপক্ষের অধীনে 'হিসাব চলতি (Account Current) খুলে সেখানে সিডি ভ্যাট বাবদ অবমুক্তকৃত অর্থ জমা দিতে হবে। অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার নামে একটি মাত্র 'হিসাব চলতি' খুলতে হবে এবং প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব বই রাখতে হবে। প্রকল্পের মালামাল একাধিক বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হলে সংশ্লিষ্ট বন্দরের কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের অধীনে অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার নামে পৃথক 'হিসাব চলতি' খোলা যেতে পারে। 'হিসাব চলতি' খোলা না হলে কোন অর্থ ছাড় করা যাবে না। (২) অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব 'সংলগ্নী-৭' সহ পাঠাতে হবে এবং সরকারি আদেশ সংলগ্নী-৬-এ বর্ণিত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী জারী করতে হবে। (৩) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সিডি ভ্যাট বাবদ মঞ্জুরিকৃত অর্থ "হিসাব চলতি"তে স্থানান্তরের মাধ্যমে জমা করার জন্য কাস্টমস্ হাউস কর্তৃপক্ষের বরাবরে অর্থরিটি প্রদান করবে। (৪) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিডি ভ্যাট অবমুক্তির পরিমাণ, পরিশোধ এবং 'হিসাব চলতি'র জের ইত্যাদির বাৎসরিক বিবরণী (সংলগ্নী-৭ অনুযায়ী) অর্থ বিভাগ, সিএও অফিস এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করবে। (৫) সংশ্লিষ্ট কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ তাদের আওতায় পরিচালিত 'হিসাব চলতি'তে ৩০ জুনের ব্যালেন্স সংলগ্নী-৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
				মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং সিএও অফিসে জুলাই মাসে প্রেরণ করবে। (৬) প্রকল্প পরিচালক যতক্ষণ পর্যন্ত সিডি ভ্যাট পরিশোধ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে বলে নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ বাবদ অর্থ ব্যয় করবে না। মোট ব্যয়/ছাড়কৃত অর্থ যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের মধ্যেই ব্যয় হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে। (৭) উন্নয়ন প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রকল্প সাহায্যের অর্থে মোটরযান ক্রয়/আমদানি ক্ষেত্রে সিডি ভ্যাটের অর্থ ছাড়ের পূর্বেই অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। (৮) প্রকল্প চলাকালীন সিডিভ্যাট পরিশোধের পর যদি কোন অর্থ অব্যয়িত থেকে যায় তবে তা সংশ্লিষ্ট 'হিসাব চলতি'তেই জমা থাকবে এবং এ অর্থ পরবর্তী অর্থবছরের বরাদ্দের সাথে সমন্বয় পূর্বক প্রশাসনিক অনুমোদন সিডিভ্যাট অবমুক্তির আদেশ জারী করতে পারবে। (৯) প্রকল্পের শেষ বর্ষে অথবা তার পূর্বে প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সমুদয় মালামাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি সমাপ্ত হয়ে থাকলে সমুদয় সিডি ভ্যাট পরিশোধের পর 'হিসাব চলতি' তে জমা থাকা অব্যয়িত অর্থ অর্থবছর শেষ হলে সরকারি কোষাগারে (১০৯০১০১১০১৪৩৫-১৪৪১২০২ কোডে জমা দিতে হবে। যদি বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই অব্যয়িত অর্থ জমা প্রদান করার সুযোগ থাকে সেক্ষেত্রে প্রকল্পের যে অর্থনৈতিক কোড হতে অর্থ উত্তোলিত হয়েছে সেই অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
				(১০) উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা যদি স্থানীয় বাজার থেকে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি/ যানবাহন ক্রয়ে অর্থায়ন করে এবং চুক্তির শর্ত অনুসারে যদি সিডিভ্যাটের অর্থ সরকারের পরিশোধের বিধান থাকে সে ক্ষেত্রে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সিডি ভ্যাটের বরাদ্দ থেকে সরবরাহকারীর অনুকূলে চেক জারী করতে পারবেঃ (ক) প্রকল্প দলিলে ক্রয়কৃত মালামালের সংখ্যা ও অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংস্থান থাকতে হবে। সিডিভ্যাট ব্যতীত সরবরাহ মূল্যের বাকী অংশ দাতা দেশ/সংস্থা কর্তৃক পরিশোধিত হওয়ার সমর্থনে প্রামাণ্য কাগজপত্র থাকতে হবে এবং মালামাল প্রাপ্তির প্রামাণ্য কাগজপত্র কাষ্টমস এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে; (খ) প্রকল্প দলিলে সিডিভ্যাট খাতে বরাদ্দ থাকতে হবে; (গ) মূল্য পত্রে (Price Quotation)/দরপত্রে সুনির্দ্দিষ্টভাবে সিডিভ্যাট অংশের অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে; (ঘ) 'মূল্যপত্রে বর্ণিত সিডিভ্যাট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিশোধ করা হয় না এবং তা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদানযোগ্য' এই মর্মে প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়ন থাকতে হবে; (ঙ) 'সরবরাহকারীর অনুকূলে শুধুমাত্র সিডিভ্যাট অংশের চেক প্রদান করা যাবে' এই মর্মে অর্থ অবমুক্তির আদেশে উল্লেখ থাকবে।

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
৩।	ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত অর্থ অবমুক্তি	ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সরকারি প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে: (১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ থেকে ৫ নং কলামে বর্ণিত শর্ত অনুসরণ পূর্বক অর্থ বিভাগকে অবহিত রেখে প্রয়োজনের ভিত্তিতে (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়ে) অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। (৩) আরএডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর সংশোধিত বরাদ্দ এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সংশোধিত কর্তৃত্ব (revised authority) অনুযায়ী এপ্রিল-জুন সময়ে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এই খাতের অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অবমুক্ত করা যাবে। খ) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে: (১) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ ৫নং কলামে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়ে অবমুক্ত করতে পারবে। আরএডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর সংশোধিত বরাদ্দ এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সংশোধিত কর্তৃত্ব (revised authority) অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এই খাতের অর্থ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অবমুক্ত করা যাবে।	(১) পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অবমুক্ত করতে পারবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও ভূমি দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের অনুকূলে ছাড় করা যাবে। (২) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থের চেক জেলা প্রশাসকের অনুকূলে প্রদান করবে।

www.rthd.gov.bd || date: 2018-02-12

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
৪।	পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে)	(১) প্রকল্প পরিচালকগণ ক্রমিক ১ এর ৫নং কলামে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে ২য় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ ব্যবহার/ব্যয় করতে পারবে। তবে (ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১ম কিস্তি এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ২য় কিস্তির অর্থ ব্যয় করা যাবে। (খ) ২য় কিস্তি সময়ে ১ম কিস্তি অব্যয়িত থাকলে ২ (দুই) কিস্তিই একত্রে ব্যয় করা যাবে। (গ) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একত্রে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জানুয়ারি-জুন সময়ে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিসহ যে কোন কিস্তির বরাদ্দ, অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে অবমুক্ত করা যাবে। এককালীন (১ম-৪র্থ কিস্তি) কোন অর্থ অবমুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে। (৩) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিএসএল কিস্তিভিত্তিক নগদে জমা সাপেক্ষে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। (৪) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে। অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংলগ্নী-৪৪ পূরণ করতে হবে।	(১) কিস্তি ভিত্তিক বরাদ্দ এবং যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড়করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট চার কিস্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়/অবমুক্ত করা যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত বরাদ্দ অতিরিক্ত কিস্তিতে অবমুক্ত করা যাবে। (২) বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পের ঋণচুক্তি অনুসারে যোগ্য আইটেমের উপর এবং অনুমোদিত ডিপিপি-র খাতভিত্তিক বরাদ্দের আলোকে ব্যয় করতে হবে; (৩) চলতি প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের সময় ১ম কিস্তির এবং ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের সময় ২য় কিস্তির ব্যয়ের ৭৫% উন্নয়ন সহযোগীর নিকট পুনর্ভরণের দাবী পেশ এবং দাবীকৃত অর্থের ৭৫% উন্নয়ন সহযোগীর নিকট হতে পুনর্ভরণ করতে হবে। (৪) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অক্টোবর, জানুয়ারি, এপ্রিল ও জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩(তিন) মাসের পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ, ব্যয়, দাবী এবং প্রকৃত প্রাপ্তি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বিবরণী নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী- ৯) অর্থ বিভাগে এবং সংশ্লিষ্ট সিএও অফিসে প্রেরণ করবে।
৫।	পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বিশেষ হিসাবের মাধ্যমে) বরাদ্দের অথরাইজেশন জারী (ক) SAFE Account (Special Account for Foreign Exchange)	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থবছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। অথারাইজেশন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ব্যাংক চার কিস্তিতে (প্রথমে এক চতুর্থাংশ) অর্থ প্রকল্প	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন জারী করবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) SAFE তহবিলের যাবতীয় কার্যক্রম অর্থ বিভাগের ৫/০৮/১৯৯৩ তারিখে জারীকৃত পরিপত্র (সংলগ্নী-১০) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। (২) অর্থ বিভাগে অথরাইজেশন জারীর প্রস্তাব প্রেরণের সময়ঃ (ক) আইবাস অনুযায়ী

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
		একাউন্টে স্থানান্তর করবে। পূর্বের ছাড়কৃত অর্থ সমন্বয় করা হ'লে পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে। তবে প্রকল্পের মেয়াদ অর্থবছরের মধ্যবর্তী কোন সময়ে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলে চার কিস্তির পরিবর্তে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ স্থানান্তর করা যাবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।		বাজেট বরাদ্দের বিস্তারিত বিভাজন, (খ) সংলগ্নী-৫ অনুযায়ী খরচ/পুনর্ভরণ বিবরণী, (গ) সংলগ্নী-১১ অনুযায়ী সমন্বয় আদেশ, (ঘ) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং (ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ববর্তী অর্থবছরে স্পেশাল হিসাব হতে লেনদেনের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রাপ্তি মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত হিসাব প্রাপ্তি সম্পর্কে সিএও কর্তৃক দেয়া প্রত্যয়ন পত্র প্রেরণ করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে অর্থ উত্তোলন, স্থানান্তরের বা পরিশোধের সকল আদেশ প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর এবং সীল সম্বলিত হতে হবে। (৪) অথরাইজেশন আদেশ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন অর্থ স্থানান্তর/পরিশোধ করতে পারবে না। (৫) বাজেট অথরাইজেশনের সকল ক্ষেত্রে আইবাস সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।
	(খ) CONTASA Account (Convertible Taka Special Account)	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থবছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। এই অথরাইজেশনের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংরক্ষিত CONTASA হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন অদেশ জারী করবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) CONTASA হিসাবের ব্যবহার পদ্ধতি এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী অর্থ বিভাগের ০৪/০৫/১৯৯২ তারিখের পরিপত্র (সংলগ্নী-১২) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। (২) ৫ নং ক্রমিকের ৫ নং কলামে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
	(গ) Imprest Account	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থবছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক/বাণিজ্যিক ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। এই অথরাইজেশনের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকে সংরক্ষিত তাদের প্রকল্প পরিচালনা হিসাব হতে প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন জারী করবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) Imprest হিসাবের ব্যবহার পদ্ধতি এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী অর্থ বিভাগের ২৫/০৪/১৯৯৩ ও ২৪/১০/১৯৯৬ তারিখের পরিপত্র (সংলগ্নী-১৩ ও ১৪) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। (২) ৫ নং ক্রমিকের ৫ নং কলামে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।
	(ঘ) DOSA (Dollar Special Account)	(১) ঋণচুক্তির শর্ত অনুসারে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইউ এস ডলারে একটি বিশেষ হিসাব (DOSA) খোলা যাবে। (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থবছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। এই অথরাইজেশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত DOSA হিসাব হতে প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করা যাবে। (৩) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন জারী করবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) DOSA হিসাবের ব্যবহার এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী অর্থ বিভাগের ৫/০১/১৯৯৩ তারিখের পরিপত্র (সংলগ্নী-১৫) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। (২) ৫ নং ক্রমিকের ৫ নং কলামে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।
	(ঙ) DPA (Direct Project Aid) Special Account	(১) ঋণচুক্তির শর্ত অনুসারে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকে DPA Special Account খোলা যাবে। (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থবছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে অথরাইজেশন আদেশ জারী করবে। এই অথরাইজেশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত DPA Special Account হিসাব হতে প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করা যাবে। (৩) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে অর্থ বিভাগ অথরাইজেশন জারী করবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) DPA Special Account হিসাবের ব্যবহার এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী অর্থ বিভাগের ০১/০৯/২০১৫ তারিখের ২৫৯ পরিপত্র (সংলগ্নী-১৬) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। (২) ৫ নং ক্রমিকের ৫ নং কলামে বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
৬।	খাদ্য সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ/ খাদ্য-সামগ্রী অবমুক্তি	(১) স্থানীয় মুদ্রা (নগদ অর্থ) অবমুক্তির ক্ষেত্রে ১নং ক্রমিকের ৩নং কলামে বর্ণিত বিধান অনুসরণ করতে হবে। খাদ্য শস্য অবমুক্তির ক্ষেত্রে ৩য় কিস্তি পর্যন্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অবমুক্ত করতে পারবে এবং আদেশের একটি কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) সরকারের নিজস্ব সম্পদে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে তিন কিস্তির সমপরিমান খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করতে পারবে। (৩) চতুর্থ কিস্তির খাদ্য সামগ্রী (এপ্রিল-জুন সময়ে) পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিতে এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ চূড়ান্ত হলে শুধু অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে অবমুক্ত করা যাবে।	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট/ সরকারের নিজস্ব সম্পদে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করতে পারবে। খাদ্য সামগ্রী দেশে পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে খাদ্য সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের কোন কিস্তির খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করা যাবে না। (২) খাদ্য সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের স্থানীয় মুদ্রা (নগদ অর্থে যদি থাকে) অবমুক্তির ক্ষেত্রে ১নং ক্রমিকের ৫নং কলামের বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে। (৩) খাদ্য সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্যের অর্থ (নগদ অর্থে যদি থাকে) অবমুক্তির ক্ষেত্রে ৪নং ক্রমিকে বর্ণিত বিধান অনুসরণ করতে হবে। (৪) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং নির্ধারিত খাদ্য সামগ্রী দেশে এসে পৌছে থাকলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে তিন কিস্তির সমপরিমাণ খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন করতে পারবে।
৭।	প্রতিরুপ তহবিল এর বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ অবমুক্তি ও ব্যবহার	১নং ক্রমিকের ৩নং কলামে বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে।	১ নং ক্রমিকের ৪ নং কলামে বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে।	(১) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক দাতা সংস্থার সম্মতির ভিত্তিতে (Project Implementation Letter-PIL) চিহ্নিত প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের বিপরীতে এবং প্রতিরুপ তহবিলের (কাউন্টার পার্ট ফান্ড) জমা/পরিশোধ করার লক্ষ্যে স্থানীয় মুদ্রায় এই অর্থ অবমুক্ত হবে। অবমুক্তির আদেশ সংলগ্নী-২ অনুযায়ী জারী করতে হবে এবং তাতে প্রতিরুপ তহবিলের অর্থ অবমুক্তির আদেশে 'স্থানীয় মুদ্রা, অর্থ অবমুক্তির পর সমপরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট প্রতিরুপ তহবিল থেকে সরকারি হিসাব খাতে অর্থ স্থানান্তরের' নির্দেশ থাকতে হবে। জিও এর একটি কপি বাংলাদেশ

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
				ব্যাংককে দিতে হবে। (৩) স্থানীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রতিরুপ তহবিলের (কাউন্টার পার্ট ফান্ড) এর অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রতি কিস্তিতে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাবের সাথে পুর্ববর্তী কিস্তির অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ ও সিজিএ দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। (৪) সিএও কর্তৃক স্থানীয় মুদ্রায় ছাড়ের পর পরই উক্ত টাকা প্রতিরুপ তহবিল হতে ডেবিট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিজিএ কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের পর সিজিএ কার্যালয় অর্থ বিভাগকে অবহিত করবে।
৮।	জিওবি অর্থায়নে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা অবমুক্তি ও ব্যবহার (এডিপির ১৮ নং কলামে অন্যান্য বাবদ বরাদ্দ)	জিওবি অর্থায়নে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় বরাদ্দের (এডিপির ১৮ নং কলামে অন্যান্য বাবদ বরাদ্দ) যে কোন কিস্তির টাকা ছাড়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।		অর্থ বিভাগের ২১/০৪/২০১০ তারিখের ৬০৯ নং স্মারকে ঋণপত্র খোলার পূর্বে বাছাই কমিটির সম্মতি গ্রহণের বিধান রহিত করা হয়েছে। এক্ষত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকলে এলসি খোলা যাবে।
৯।	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ জেলা পরিষদ/ উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদ/ গ্রাম সরকার/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন সহায়তা থোক ছাড়াও অন্যান্য থোক বরাদ্দ অবমুক্তি	সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা,জেলা পরিষদ,উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ,গ্রাম সরকার,পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন পরিষদ,পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন সহায়তা সহ অন্যান্য থোক জন্য ধার্যকৃত উন্নয়ন সহায়তার থোক বরাদ্দ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে অবমুক্ত করা যাবে।		(১) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদসহ সকল 'থোক বরাদ্দ', উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নির্ণায়ক অনুসারে বন্টন এবং নির্ণায়ক মোতাবেক বিভাজন প্রস্তুতপূর্বক অর্থ ছাড় করতে হবে। (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই মর্মে নিশ্চিত হয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করবে যে, পূর্ববর্তী অবমুক্ত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ইতোমধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। সিটি

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
				কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ সহ সকল থোক বরাদ্দের টাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না। (৩) অর্থবছরের শেষে (৩০ জুন তারিখে) 'থোক বরাদ্দের' অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) অর্থবছর শেষ হলে সরকারি কোষাগারে (১০৯০১০১১০১৪৩৫-১৪৪১২০২ কোডে জমা দিতে হবে; যদি বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই ব্যয়িত অর্থ জমা প্রদান করা যায় সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রকল্প কোড ও অর্থনৈতিক কোডে অর্থ উত্তোলিত হয়েছে সেই কোডে জমা প্রদান করতে হবে। (৪) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদসহ সকল থোক বরাদ্দের অর্থের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট হিসাব পরিচালনা করতে হবে। (৫) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অব্যয়িত অর্থের বিবরণ নির্ধারিত ছকে সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী পরবর্তী বছরের ১৫ জুলাই তারিখের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
১০।	পুণঃ উপযোজন/ পুণঃ বরাদ্দ/অতিরিক্ত বরাদ্দ ও অর্থ অবমুক্তি	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে কোন প্রকল্পের প্রধান খাত সমূহের বরাদ্দ পুণঃউপযোজনের মাধ্যমে পুনঃবরাদ্দ প্রদান করতে পারবেঃ ▪ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের (রাজস্ব ও মূলধন অপরিবর্তিত রেখে) প্রধান খাতসমূহের বরাদ্দ পুনঃউপযোজন করা যাবে। এক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপিপির কোন কম্পোনেন্টের ব্যয় অতিক্রম করা যাবে না। ▪ এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে পুণঃউপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না। তবে এরুপ পুণঃউপযোজনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে ▪ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র এক অংগের অর্থ অন্য অংগে পুনঃউপযোজনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।		

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
		▪ সিডি ভ্যাট বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য কোন খাতে পুণঃউপযোজন করা যাবে না। ▪ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই উপযোজন সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলন নিশ্চিত করবে। (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এক প্রকল্পের সিডিভ্যাটের অর্থ অন্য প্রকল্পের সিডিভ্যাটের বরাদ্দের মধ্যে পুনঃউপযোজন করতে পারবেঃ ▪ উক্ত পুণঃউপযোজন অবশ্যই উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে হতে হবে। ▪ একই অর্থবছরে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন হবে এরুপ প্রকল্পের বরাদ্দ হতে উপযোজন করা যাবে না। ▪ এই পুনঃউপযোজন শুধু অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত সময়ে করা যাবে। ▪ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই উপযোজন সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলন নিশ্চিত করবে। (৩) কোন প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ সমর্পণপূর্বক পুনরায় তা অন্য প্রকল্পে পুনঃউপযোজন করার প্রস্তাব অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিবেচনা করা হবে না। (৪) মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের নিমিত্তে সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট (মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী) চূড়ান্ত হওয়ার পরে পুনঃউপযোজন/পুনঃবরাদ্দ/অতিরিক্ত বরাদ্দের ভিত্তিতে অর্থ অবমুক্তির কোন প্রস্তাব অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিবেচনা করা হবে না।	
১১।	এডিপি বহির্ভূত টাকা অবমুক্তি (নগদায়ন)	(১) উন্নয়ন সহযোগীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রাপ্য খাদ্য শস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দিষ্ট হিসাবে স্থানান্তর সংক্রান্ত মানিটাইজেশন আদেশ জারীপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। অতঃপর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট বাজেট শাখা হতে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্তি/স্থানান্তরের সম্মতি গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগের প্রস্তাব প্রেরণ করবে। (২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রস্তাবের সাথে (১) আইবাস অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দের বিস্তারিত বিভাজন (২) অবমুক্তি, ব্যয় ও অব্যয়িত টাকা সম্পর্কে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং (৩) চুক্তি অনুসারে প্রস্তাবিত টাকা দিয়ে কি কাজ করা হবে ও পূর্ববর্তী বছরের টাকা দিয়ে কি কাজ করা হয়েছে তার বিবরণ দাখিল করবে। (৩) অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ থেকে সম্মতি পাওয়ার পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সিএও) বরাবরে জিও জারী করবে। অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে জারীকৃত সরকারি আদেশসমূহের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিএও সমন্বয় (Reconciliation) আদেশ জারী করবে। (৪) খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য শস্য মানিটাইজেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব সিএও খাদ্য/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট বাজেট উইং, সিজিএ ও বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের হিসাব সিএও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সিএও খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বাজেট অনুবিভাগকে জানাবে। (৫) বাজেট অনুবিভাগ এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ, মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী বিভাজনের কপি খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতি অর্থবছরের শেষ সপ্তাহে সমন্বয় আদেশ জারী করে তার একটি কপি সিএও খাদ্য মন্ত্রণালয়, সিজিএ, অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে প্রেরণ করবে।		
১২।	এডিপি বহির্ভূত জিওবি অর্থ অবমুক্তি/বাজেট অথরাইজেশন (পিকেএসএফ/ এসডিএফ/বিএমডিএফ/ ইডকল/বিআইএফএফএল ইত্যাদি)	(১) অনুমোদিত প্রকল্প ডকুমেন্টের সংস্থান মোতাবেক ফান্ডের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত বাজেট প্রস্তাব যথাসময়ে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) বাজেটের সংশ্লিষ্ট শাখা তা পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (৩) সংস্থা প্রধান বিভাজন আদেশ (সংলগ্নী-১), সংলগ্নী-৪ ও সংলগ্নী-৫ যথাযথভাবে পূরণ করে ব্যাংক একাউন্টের স্টেটমেন্টসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে অর্থ ছাড়ের/ বাজেট অথরাইজেশনের প্রস্তাব প্রেরণ করবে। (৪) বাজেট অনুবিভাগের সম্মতি নিয়ে অর্থ ছাড় করতে হবে। (৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হবেন। (৬) যাবতীয় বিল-ভাউচার বিধি অনুযায়ী নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল করতে হবে।		

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
১৩।	সরকারি হিসাব হতে চেক প্রদানক্ষম অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি	(১) অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণক্রমে ব্যয়িত অর্থের উপর ভিত্তি করে এবং উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রেখে ৩য় কিস্তি পর্যন্ত চেক ইস্যু করতে এবং প্রতি চেকের অপর পৃষ্ঠায় বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত আছে এই মর্মে চেক উত্তোলনকারীকে প্রত্যয়ন করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের ১২/১২/৯২ তারিখের অম/অবি/বা-৩/বিবিধ-১/৯২/৭১৫ নং স্মারকের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। (২) অননুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত পূর্বে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না বা চেক প্রদান করা যাবে না। (৩) বাজেট বহির্ভূত অতিরিক্ত এবং অননুমোদিত কোন ব্যয় মেটানোর জন্য চেক ইস্যু করা যাবে না। (৪) জিওবি, আরপিএ সরকারের মাধ্যমে, স্থানীয় ভ্যাট/ট্যাক্সের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। (৫) যে সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থার বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সরকারি একাউন্টের অনুকূলে চেক ইস্যুইং ক্ষমতা রয়েছে তাদেরও ক্রমিক নং ৫ এ উল্লিখিত ডসা, সেফ, ইমপ্রেস্ট, কোনটাক্ট হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। (৬) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সংশোধিত কর্তৃত্ব (revised authority) অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে যে কোন কিস্তির অর্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অবমুক্ত করা যাবে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কোন অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন হলে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে। তাছাড়া এককালীন (১ম-৪র্থ কিস্তি) কোন অর্থ অবমুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।		(১) উন্নয়ন বাজেট/এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্পের বিপরীতে প্রদত্ত বরাদ্দ এবং ডিপিপি এর অংগভিত্তিক বরাদ্দের আলোকে প্রকল্প পরিচালকগণ আইবাস সিস্টেমে বিস্তারিত বাজেট এন্ট্রি (অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক) নিশ্চিত করবে। পরবর্তীতে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিস্তারিত বাজেট এন্ট্রির কোন সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক করতে পারবে। (২) চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট অথরিটি কোন চেক প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সে চেকের বিপরীতে কোন টাকা উত্তোলনে সম্মতি দিবে না। অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতিক্রমে একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে (সরকারি হিসাব বিভাগে) প্রেরণ করতে হবে। (৩) এছাড়াও সংলগ্নী-২২ ও ২৩ অনুসরণ করতে হবে।
১৪।	বেসরকারি সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অর্থ অবমুক্তি	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংলগ্নী-২ এর ৫ নং কলামে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে ২য় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। তবে (ক) জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১ম কিস্তি এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাবে। (খ) ২য় কিস্তি ছাড়কালীন সময়ে ১ম কিস্তি অছাড়কৃত থাকলে ২(দুই) কিস্তিই একত্রে ছাড় করা যাবে। (গ) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একত্রে এক বা একাধিক কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জানুয়ারি-জুন সময়ে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির	(১) কিস্তি ভিত্তিক বরাদ্দ এবং যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড় করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। (২) অননুমোদিত প্রকল্পের ১ম-৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।	(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট চার কিস্তিতে অর্থ অবমুক্ত করতে হবে। (২) ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের সময় ১ম কিস্তির এবং ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের সময় ২য় কিস্তির অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারের হিসাব ও প্রত্যয়ন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/ দপ্তরের মাধ্যমে সিএও অফিসে দাখিলের পর অর্থ অবমুক্ত করা যাবে। (৩) যাবতীয় বিল-ভাউচার বিধি অনুযায়ী নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

ক্র.নং	বিষয়	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচি	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
		বরাদ্দ, অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ছাড় করা যাবে। (৩) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সম্মতি এবং জানুয়ারি-জুন সময়ে ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়ে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।		বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
১৫।	উন্নয়ন বাজেটের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ/চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ ৩০ জুন তারিখের মধ্যে (জিও জারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা সিএও বরাবরে আদেশ জারীর মাধ্যমে) সমর্পণ করতে হবে এবং বিবরণীর কপি (সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী) অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) উন্নয়ন বাজেটের আওতায় স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে উত্তোলিত অর্থের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ অর্থবছর শেষ হলে সরকারি কোষাগারে (১০৯০১০১১০১৪৩৫-১৪৪১২০২ কোডে) জমা দিতে হবে। যদি বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই অব্যয়িত অর্থ জমা প্রদান করা যায় সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রকল্প কোড/ যে অর্থনৈতিক কোড হতে অর্থ উত্তোলন করেছে সেই অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।		
১৬।	অর্থ ব্যয়ের বিবরণী দাখিল	(১) উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রনয়নের নিমিত্তে অর্থ ব্যয়ের তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (২) অর্থবছর শেষে সংলগ্নী-১৭ অনুসারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উহার অধীনস্থ প্রকল্প সমূহের রিকনসিলিয়েশন প্রতিবেদন ১৫ জুলাই এর মধ্যে সিএও এর কার্যালয় এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) প্রতি অর্থবছর শেষে সংলগ্নী-১৭ মোতাবেক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উহার অধীনস্থ প্রকল্পসমূহের ব্যয় বিবরণী জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।		
১৭।	স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)/ আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ উন্নয়ন সহযোগীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে ঠিকাদার/ কনসালটেন্ট এর উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর/আয়কর পরিশোধের জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে সরবরাহ সেবা খাতের বরাদ্দের ছাড়কৃত অর্থ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে।	(১) পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ছাড় করা যাবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) প্রকল্পের সরবরাহ সেবা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকতে হবে। (২) আমদানির জন্য নির্ধারিত সিডি ভ্যাট খাতের বরাদ্দ থেকে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর বা আয়করের অর্থ পরিশোধ করা যাবে না।
১৮।	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনুমোদিত জনবলের জন্য পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের আদেশ জারী করবে এবং তার অনুলিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ এবং পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রকল্পের পদ সৃষ্টি/সংরক্ষণের আদেশ জারী করতে পারবে। (২) স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	সকল প্রকার প্রকল্পের পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের আদেশ সংলগ্নী-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অর্থবছর ভিত্তিক হতে হবে এবং বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাকুল্য বেতন নির্ধারণী আদেশ অনুসরণ করতে হবে।

১৯। <u>উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ, বিভাজন, অবমুক্তি, ব্যবহার এবং হিসাব সংরক্ষণের সাধারণ শর্তাবলী</u>

(১) প্রকল্পে কিছু কিছু অংশ বা অংগ বাস্তবায়নের পূর্বে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের বিধান রয়েছে। প্রকল্পের দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশ বা আইটেমের জন্য খন্ড খন্ড ভাবে প্রশাসনিক অনুমোদন দানের পরিবর্তে সাধারণভাবে আগষ্ট মাসের মধ্যেই সংশিষ্ট অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য সকল অংশ বা আইটেমের জন্য একত্রে (বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতিত) একবারে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করতে হবে।

(২) উন্নয়ন বাজেট/এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্পের বিপরীতে প্রদত্ত বরাদ্দ এবং ডিপিপি এর অংগভিত্তিক বরাদ্দের আলোকে প্রকল্প পরিচালকগণ আইবাস সিস্টেমে বিস্তারিত বাজেট এন্ট্রি (বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক) নিশ্চিত করবে। পরবর্তীতে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিস্তারিত বাজেট এন্ট্রির কোন সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্মতিক্রমে প্রকল্প পরিচালকগণ করতে পারবে।

(৩) উন্নয়ন বাজেটের মূল বরাদ্দে কোন পরিবর্তন হ'লে (মূলধন ও আবর্তক) সংশোধিত বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে আইবাস এন্ট্রি সংশোধন করতে হবে।

(৪) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই মর্মে নিশ্চিত করবে যে, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রকল্প থেকে এই নির্দেশিকায় বর্ণিত সংলগ্নী-৫, ৯, ১৮, ২০ ও ৫৭ অনুযায়ী বিবরণী ও প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়েছে। হালনাগাদ এ সকল বিবরণী ও প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে পাওয়া না গেলে অর্থ অবমুক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন এবং অন্যান্য আরপিএ খাতের অর্থ ছাড়ে অথরাইজেশন জারী করা হবে না।

(৫) হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকল্প পরিচালক অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হিসাব দাখিল নিশ্চিত করবেন।

(৬) প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এডিপি/আরএডিপিতে প্রকল্পের নামের পার্শ্বে প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ পূর্বক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হলে তার ভিত্তিতে অর্থ অবমুক্ত ও ব্যবহার করা যাবে। অন্যথায় মেয়াদ উত্তীর্ণের পর কোন অর্থ অবমুক্ত করা যাবে না।

(৭) কোন অনিয়মিত ব্যয়, ক্ষমতা /অর্থের অপব্যবহার হলে এই স্মারক বলে প্রদত্ত ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৮) অর্থ বিভাগের ১৬/০৮/২০১৫ তারিখে জারীকৃত ৫৭৪ নং (অর্থ বিভাগের প্রেরিতব্য বিষয়সমূহের তালিকা) এবং ১৬/০৮/২০১৫ তারিখে জারীকৃত ৫৭৫ নং (''উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা'') স্মারকদ্বয়ের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(৯) উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ হতে অগ্রিম গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের ২৩-০২-৯৮ তারিখের অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৮/৭২ নং পরিপত্র অনুসরণ পূর্বক (সংলগ্নী-২৪) প্রস্তাবিত অগ্রিমের তিন মাস ভিত্তিক ব্যয়ের নিম্ন ছকে বর্ণিত পরিকল্পনা (Quarter wise Expenditure plan) সহ প্রস্তাব অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবেঃ

অর্থনৈতিক (খরচ) খাত ও কোড নং	বিস্তারিত খাত ও কোড নং	বাজেট বিভাজন অনুযায়ী বরাদ্দ	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আনুমানিক ব্যয়	অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে আনুমানিক ব্যয়	জানুয়ারী-মার্চ সময়ে আনুমানিক ব্যয়	এপ্রিল-জুন সময়ে আনুমানিক ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(১০) (ক) কোন কোন ক্ষেত্রে পুন: উপযোজন বা সংশোধিত এডিপি এর মাধ্যমে প্রকল্পে মোট বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করা হয়ে থাকে। এ ধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে, সংশোধিত এডিপি হওয়ার পূর্বেই মূল এডিপি-র অনুসরণে সংশোধিত মোট বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে যে প্রকল্প থেকে বরাদ্দ প্রত্যাহার করা হয়েছে তার জন্য অবমুক্তকৃত অর্থ হতে প্রকৃত পক্ষে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এ সম্পর্কে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রত্যয়ন সংগ্রহপূর্বক দাখিল করতে হবে। এই প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট যে প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ঐ প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তিতে সম্মতি দেয়া যাবে না।

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-17

(খ) মূল এডিপির বরাদ্দ অনুসারে অবমুক্তকৃত ও ব্যয়িত অর্থের তুলনায় যদি সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমে যায় এবং যদি সংশোধিত এডিপির বরাদ্দের তুলনায় কোন খাতের অর্থ অতিরিক্ত অবমুক্ত ও ব্যয়িত হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিতে খাত সমন্বয় পূর্বক ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(১১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে প্রকল্পের বরাদ্দ বন্টন পূর্বক সংলগ্নী-১ অনুসারে (মূলধন ও আবর্তক খাত অপরিবর্তিত রেখে) বিভাজন আদেশ জারী ও সংশোধন করতে পারবে। শর্ত থাকবে যে, সিডি ভ্যাট খাতে এডিপিতে যে বরাদ্দ রয়েছে তা থেকে অন্য কোন খাতে অর্থ পুন:উপযোজন/স্থানান্তর করা যাবে না।

(১২) ক. অর্থবিভাগ কর্তৃক অর্থ প্রদানের অথরাইজেশন জারী করা না হলে সংশিষ্ট অর্থ বছরে ডসা, কোনটাসা, সেফ ও ইমপ্রেষ্ট হিসাব হতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সংশিষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ প্রদান করা যাবে না।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নিম্ন ছকে প্রকল্প হিসাবের পূর্ববর্তী অর্থবছরের লেনদেন সর্ম্পকে অর্থ বিভাগ ও সিএও এর নিকট বিবরণী দাখিল করতে হবে।

১. প্রকল্পের নাম : _____

২. অর্থ বছর : _____

৩. হিসাব নম্বর ও প্রকৃতি: _____

লেনদেনের বাৎসরিক বিবরণী

মাস ও সন	প্রারম্ভিক জমা	মাসিক জমা	মাসিক প্রদান	সমাপনী ব্যালেন্স	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

৪. অর্থ বিভাগের অথরাইজেশন অনুযায়ী অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ: _____

৫. প্রকল্প হিসাব থেকে এই অর্থবছরে প্রদত্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্থের পরিমাণ: _____

৬. অথরাইজেশনের চেয়ে কম/বেশী প্রদান (৪-৫) : _____

(১৩) প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। সিএও এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ এই হিসাবে জমা নিশ্চিত করতে হবে। এই হিসাবের অর্থ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পিপি অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এই হিসাব থেকে কোন অর্থ অন্য কোনভাবে অন্য উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করা যাবে না।

(১৪) অবমুক্তকৃত অর্থ অব্যয়িত থেকে থাকলে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে এবং অবমুক্তিযোগ্য অর্থ অবমুক্ত করা হলে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হবে। এর স্বপক্ষে তথ্যাদিসহ (অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুসারে) প্রত্যয়ন দিতে হবে এবং সংলগ্নী-২৫, ২৬ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(১৫) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের ত্রৈমাসিক হিসাব (সংলগ্নী-৫ ও ৯ অনুযায়ী) এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে প্রেরণ করবে।

(১৬) ডিপিপি/টিপিপি চূড়ান্তকরণের সময় প্রকল্প মূল্যায়ন সভা/প্রাক-একনেক সভা, একনেক সভা, ডিপিইসি/এসপিইসি সভার কার্যবিবরণীসমূহে অর্থ বিভাগের মতামত অন্তর্ভুক্তপূর্বক পিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে।

(১৭) প্রকল্পের অবমুক্তি ও ব্যয়ের হিসাব প্রতি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17

২০। <u>প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্বসমূহ</u>

(১) হিসাব ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় প্রতিষ্ঠার পর উন্নয়ন বাজেটের অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারে আর্থিক শৃংখলা বিষয়ক নীতি, বিধি-বিধান এবং নিয়মকানুন অনুসরণ নিশ্চিতকরণে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব তথা প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

(২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে এই স্মারকের বিভিন্ন শর্তাদি ও পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(৩) এই স্মারকে বর্ণিত শর্তাদি/পদ্ধতির কোনরুপ রহিতকরণ/শিথিলতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে তার যৌক্তিকতাসহ অবশ্যই অর্থ বিভাগের (বাজেট অনুবিভাগ) সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এবং কোনরুপ রহিতকরণ/ শিথিলকরণে অর্থ বিভাগের (বাজেট অনুবিভাগ) সম্মতিপত্রের ভিত্তিতে জারীকৃত সরকারি আদেশ ব্যতীত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কোনক্রমেই অর্থ প্রদান করতে পারবেন না।

(৪) সরকারি অফিস, অধিদপ্তর এবং পরিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচের পর বিল ভাউচারের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১৬/০৮/২০১৫ তারিখে জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত আদেশের ক্রমিক নং-৩২ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করা যাবে না। সংলগ্নী-২৭ ও ৫৮ অনুসারে ও অন্যান্য যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরন পূর্বক অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গৃহীত না হয়ে থাকলে ও সংশ্লিষ্ট বিবরণী যথাসময়ে পাওয়া না গেলে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা তা অর্থ বিভাগ এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

(৬) যে সকল ক্ষেত্রে সরকারি আদেশ অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদনক্রমে জারীর আবশ্যকতা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের ভিত্তিতে জারীকৃত সরকারি আদেশ ব্যতিত কোন অর্থ অবমুক্ত করা যাবে না।

(৭) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রকল্পের জিওবি এবং আরপিএ অংশের (সরকারের মাধ্যমে) অর্থ অবমুক্তি, খরচ ও পুনর্ভরণের ত্রৈমাসিক হিসাব সংলগ্নী-৫ ও ৯ (যে অংশ প্রযোজ্য) অনুসারে অর্থ বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। অর্থ বছর শেষে সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী রিকনসিলিয়েশন প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে দাখিল করবে।

(৮) প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক সরাসরি প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য, সেফ/কোনটাসা/ইমপ্রেষ্ট/ডসা পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন, ব্যয় ও পুনর্ভরণ সংক্রান্ত হিসাব/তথ্য নিয়মিত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশদান, মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় তার পালন পরিবীক্ষণ, এবং সংলগ্নী-১১ অনুসারে সমন্বয় আদেশ জারী নিশ্চিত করবেন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রকল্প সাহায্যের হিসাব/ তথ্য তাঁর অফিসে নিয়মিত পৌছাতে ব্যর্থ প্রকল্প পরিচালকদের নামের তালিকা প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার এবং অর্থ বিভাগকে অবহিত রাখবেন। প্রয়োজনবোধে এসব প্রকল্পের জিওবি অংশের অর্থ অবমুক্তির সাথে উপরোক্ত তথ্য প্রদানের শর্তারোপ ও তার পালন অনুসরণ করা যেতে পারে।

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-17